পলিসি ব্রিফ
৭৭ / ২০১৮

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশের বিচারিক সেবায় সুশাসন নিশ্চিতে কিছু সুপারিশ

'সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ' টিআইবি'র একটি অন্যতম প্রধান গবেষণা কার্যক্রম। ১৯৯৭ সাল থেকে টিআইবি এই জরিপ ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করে আসছে। এই জরিপের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা এবং জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর' ২০১৭ সময়ে বিভিন্ন সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকালে যে দুর্নীতির সম্মুখীন হয় তার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ জরিপে বিচারিক সেবাসহ ১৫টি খাতের ওপর বিশ্লেষণধর্মী ফলাফল উপস্থাপন করা হয়, যা ২০১৮ সালের ৩০ আগস্ট প্রকাশিত হয়।

জরিপে অংশ নেওয়া মোট ১৫,৫৮১টি খানার মধ্যে, ৭.১ শতাংশ খানা বিভিন্ন মামলার বিচার সংক্রান্ত কাজে বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারিক সেবা নিয়েছে, আদালতের ধরন হিসেবে দেখা যায়, ৭৭.০ শতাংশ খানা দেওয়ানি আদালত, ২০.২ শতাংশ ফৌজদারি আদালত, ৪.২ শতাংশ খানা উচ্চ আদালত এবং ১.৫ শতাংশ বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল থেকে বিচারিক সেবা গ্রহণ করেছে। সার্বিকভাবে বিচারিক সেবা নেওয়া খানার ৬০.৫ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়েছে। বিচারিক সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৩২.৮ শতাংশ খানাকে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে এবং সেবাগ্রহণকারী খানাগুলো গড়ে ১৬,৩১৪ টাকা ঘুষ দিয়েছে। জরিপে যেসব খানা বিচারিক সেবায় ঘুষ দিয়েছে তাদের ৮৭.৫% 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' বলে উল্লেখ করেছে।

এই জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইতোপূর্বে সম্পাদিত বিভিন্ন গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে বিচার বিভাগের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে উৎকর্ষ বৃদ্ধি, স্বাধীনভাবে ও প্রভাবমুক্তভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আইনের শাসন নিশ্চিত করা, জনআস্থা বৃদ্ধি ও সর্বোপরি বিচারিক কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে সহায়ক হিসেবে টিআইবি প্রণীত এ পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন করা হল।

সুপারিশমালা

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

১. অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এককভাবে সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত করতে হবে এবং বিচারকদের প্রভাবমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য বিচার বিভাগের নিজস্ব সচিবালয় স্থাপন করতে হবে।

২. যথাযথভাবে স্বপ্রণোদিত চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে অধস্তন আদালতগুলোর জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে - বিভিন্ন ভাতা বর্তমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

৩. দেশের সকল অধস্তন আদালতের জন্য পর্যাপ্ত জনবল, অবকাঠামো, লজিস্টিকস ও আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর প্রয়োগ করতে হবে।

৫. রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগ স্বচ্ছ এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে।

৬. বিচারক, কর্মচারী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

স্বচ্ছতা

৭. সুপ্রিম কোর্ট ও অধস্তন আদালতের কার্যক্রমে তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি আদালত প্রাঙ্গণে নাগরিক সনদ প্রবর্তন, পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. সকল অধস্তন আদালতের জন্য সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

৯. আদালতসমূহে নিয়মিত বাৎসরিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও বাৎসরিক হিসাব স্বপ্রণোদিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

জবাবদিহিতা

১০. বিচারকদের জন্য যুগোপযোগী চাকুরীর শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং সকল বিচারিক কর্মকর্তাদেরকে আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মচারীদের জন্য পৃথক আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে।

১১. অধস্তন আদালতের কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট বিচারক, কর্মচারী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের আচরণ ও কার্যক্রমের নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে–

– প্রতিবছর হাইকোর্ট কর্তৃক অধস্তন আদালত পরিদর্শন বা আকস্মিক পরিদর্শন বৃদ্ধি করতে হবে

– অধস্তন আদালতের বিভিন্ন অফিস (যেমন– নেজারত, রেকর্ডরুম, নকলখানা, মালখানা ইত্যাদি) নিয়মিত পরিদর্শন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে

– বিচারক এবং আদালত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা–কর্মচারীদের আয় ও সম্পত্তির বাধ্যতামূলক বার্ষিক প্রকাশ এবং হালনাগাদ নিশ্চিত করতে হবে

১২. আইনজীবীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে বার কাউন্সিল, স্থানীয় আইনজীবী সমিতি ও স্থানীয় বিচারিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

১৩. আদালতের জন্য সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং জনগনের জন্য অভিগম্যতা নিশ্চিত করে তা প্রকাশ করতে হবে। অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রত্যেক জেলার আদালত প্রাঙ্গণে অভিযোগ বাক্স স্থাপন, অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ এবং অভিযোগ সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪. সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী নিয়মিত গণশুনানী আয়োজন করতে হবে। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ও সুখ্যাতিসম্পন্ন এনজিওসহ স্থানীয় অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার

১৫. আদালতসমূহের কার্যক্রমে যে কোনো ধরণের দুর্নীতি ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ ও শাস্তির আওতায় আনতে হবে। অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত ও অদক্ষ কর্মকর্তা–কর্মচারীদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতসহ নেতিবাচক প্রণোদনার পাশাপাশি কার্যসম্পাদনে দক্ষ ও সৎ কর্মকর্তা–কর্মচারীদের জন্য ইতিবাচক প্রণোদনা নিশ্চিত করতে হবে।

১৬. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে তৈরিকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১৮–২০১৯ অনুযায়ী বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উদ্যোগে শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করতে হবে, সে অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে। শুদ্ধাচার বিষয়ক এসকল কার্যক্রম এর অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

বিবিধ

১৭. জাতীয় আইনগত সহায়তা কার্যক্রম আরো কার্যকর করার জন্য এ সম্পর্কিত প্রচারণা বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে, এক্ষেত্রে উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটিসমূহকে কার্যকর করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। একইভাবে আইনগত সহায়তা কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য প্রতিটি জেলায় লিগাল এইড কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম–কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা–বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮–৮৯, ৯১২৪৭৯২

ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh